GOUR MAHAVDYALAYA

DEPARTMENT OF BENGALI

ELECTIVE BENGALI

201 BNGG C-2

CLASS – 3/ UNIT – অলংকার

SUB UNIT – শ্লেষ এবং বক্রোক্তি

ONLINE CLASS BY –DR. HARIDAS MANDAL

Mobile - 9434880138

DATE -10/04/2020

-: শ্লেষ :-

একটি শব্দ যখন বাক্যে ব্যবহার হয়ে একের অধিক অর্থ প্রকাশ করে তখন তাকে শ্লেষ অলংকার বলা হয়। যেমন-

১. কে বলে ঈশ্বরগুপ্ত ব্যাপ্ত চরাচর,
যাহার প্রভায় প্রভা পায় প্রভাকর।

ব্যাখ্যা : প্রথম অর্থ 'ঈশ্বরগুপ্ত' = কবি ঈশ্বরগুপ্ত/ দ্বিতীয় অর্থ– ঈশ্বর লুকায়িত

২. আছিলাম একাকিনী বসিয়া কাননে।
আনিলা তোমার স্বামী বাঁধি নিজ গুণে।।

ব্যাখ্যা : প্রথম অর্থ 'গুণ' = ধনুকের ছিলা/ দ্বিতীয় অর্থ– সুন্দর স্বভাব

শ্লেষ দুই প্রকার। যেমন-

১. অভঙ্গ শ্লেষ ও ২. সভঙ্গ শ্লেষ।

নিচে উদাহরণ দেয়া হলো-

ক. অভঙ্গ শ্লেষ : শব্দকে না ভেঙে যখন দুটি অর্থ পাওয়া যায় তখন তাকে অভঙ্গ শ্লেষ বলে।

১. মাথার উপর জ্বলিছেন রবি, রয়েছে সোনার শত ছেলে

ব্যাখ্যা : প্রথম অর্থ 'রবি' = সূর্য / দ্বিতীয় অর্থ– রবীন্দ্রনাথ

২. কে বলে ঈশ্বরগুপ্ত ব্যাপ্ত চরাচর,

যাহার প্রভায় প্রভা পায় প্রভাকর।

ব্যখ্যা : প্রথম অর্থ 'ঈশ্বরগুপ্ত' = কবি ঈশ্বরগুপ্ত/ দ্বিতীয় অর্থ– ঈশ্বর লুকায়িত

খ. সভঙ্গ শ্লেষ : আর শব্দকে ভেঙ্গে যখন দুটি অর্থ পাওয়া যায় তাকে সভঙ্গ শ্লেষ বলে।

১. পরম কুলীন স্বামী বন্দ্য ব্যবংশ খ্যাত।

ব্যখ্যা : এখানে 'কুলীন' = শব্দটি না ভেঙ্গে অর্থ পাওয়া যায় = কুল শ্রেষ্ঠ/ আবার 'কুলীন' শব্দটি ভাঙলে কু-লীন = 'কু' অর্থাৎ জগতে, 'লীন' অর্থাৎ মিশ্রিত

২. পৃথিবীটা কার বশ ?

পৃথিবী টাকার বশ।

ব্যখ্যা : এখানে 'টাকার' শব্দটিকে পূর্ণরূপে রেখে একটি অর্থ পাওয়া যায়। আবার টাকার শব্দটিকে ভাঙলে (টা-কার) অপর অর্থ পাওয়া যায়।

: বক্রোক্তি :

বক্র + উক্তি = অর্থাৎ বাঁকা উক্তি বা বাঁকা কথা। বক্তা যা বলতে চাইছেন সেই কথার আসল অর্থ না বুঝে শ্রোতা যখন অন্য অর্থ ভেবে নেন তখন তাকে বক্রোক্তি অলংকার বলে।

১. প্রশ্ন – বলি এত সুরাসক্ত কেন মহাশয় ?

উত্তর – সুর না সেবিলে তার কিসে মুক্তি হয় ?

ব্যাখ্যা – সুর + আসক্ত = সুরা অর্থাৎ মদে আসক্তি

কিন্তু উত্তরদাতা ভাবলেন – সুর + আসক্ত = সুর অর্থাৎ দেবতার প্রতি ভক্তি

২. প্রশ্ন – মশাই বুঝি পানাসক্ত ?

উত্তর – আজ্ঞে হ্যাঁ, তবে সঙ্গে জর্দা থাকা চাই।

বক্রোক্তির শ্রেণি –

ক) শ্লেষ বক্রোক্তি – বক্তা যা বলতে চাইছেন সেই কথার আসল অর্থ না বুঝে শ্রোতা যখন অন্য অর্থ ভেবে নেন তখন তাকে বক্রোক্তি অলংকার বলে। উপরের উদাহরণগুলি শ্লেষ বক্রোক্তি।

খ) কাকু বক্রোক্তি – 'কাকু' শব্দটির অর্থ কণ্ঠস্বর। যে বক্রোক্তিতে বক্তার কণ্ঠোশ্বরের ভঙ্গিতে অর্থের পরিবর্তন ঘটে তাকে কাকু বক্রোক্তি বলে। যেমন –

১. স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে

কে বাঁচিতে চায় ?

- অর্থাৎ কেউ চায় না

২. আমি কি ডরাই সখি, ভিখারী রাঘবে ?

○ অর্থাৎ ডরাই না